গহত্ন

সুফি পাগলের জঙ্গল

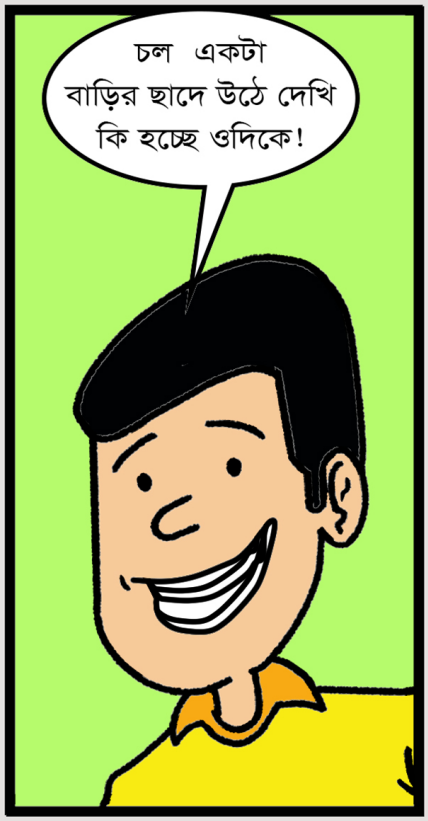

জমুদ্দিন ভাইর আগমন
শুভেচ্ছা স্বাগতম
আমার ভাই তোমার ভাই
শান্ত হ!
তোরা শান্ত হ!
জমুদ্দিন ভাই
জমুদ্দিন ভাই
এ হচ্ছে জমুদ্দিন সরকার,
হঠাৎ করেই সে ধনী হয়ে উঠেছে।
খুবই প্রভাবশালী, আরো উঁচুতে পৌঁছানর
চেষ্টায় আছে সে। এবার নির্বাচনে
নামবে মনে হচ্ছে।
আমার দোয়া ফুচকা।
লোকটাকে প্রথম
দেখাতেই আমার কেমন
পছন্দ হচ্ছে না।

উঁচুতে যাওয়ার প্রসঙ্গে, আমরাও যেন উঁচুতে যেতে পারি সে ব্যবস্থাও রেখেছি! ঘুড়ি কিনে রেখেছি তোমাদের সাথে ঘুড়ি যুদ্ধ খেলার জন্য।
কি বলছ সায়েম!
সুফি পাগলার জঙ্গলের পাশেই খোলা মাঠ, চল যাই সেখানেই খেলব।
বাহ! ওনার বিখ্যাত গাছটা দেখাবে আমাদের?
সেটা একটু ভিতরে, সময় হলে যাব। ইক!
আইক্স!!
কে বলল সে সুফি পাগার জঙ্গলে যাবে? ঐখানে ছোটদের যাওয়া ঠিক না।
ও বাবা! এ দেখি জমুদ্দিন ভাই।
গাছ পালা আর ছোট পিচ্চি, এদের কাউকেই আমার বেশী পছন্দ না।
থাম্পা!!!

গাছের উপকারিতা

বৃষ্টির পানির সাথে বিভিন্ন অপরিশোধিত বর্জ্য আমাদের নদী, পুকুর, খাল, বিলে বয়ে যায় হা আমাদের পানির উৎস কে দূষিত করে ফেলে। গাছ থাকলে এই ভাবে পানির উৎস দূষিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

গাছপালা বন্য জীব জন্তুদের আবাস দেয়।

গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়।

গাছপালা এবং এর সবুজ পরিবেশ শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গাছপালা আমাদের বিশ্রাম নিতে, শারীরিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতে সাহায্য করে এবং বায়ু ও শব্দ দুষন থেকে আমাদের বাঁচায়।

বাড়ি-ঘরের সৌন্দর্য ও মূল্য বৃদ্ধি করে

বজ্রপাত থেকে জীবন রক্ষা করে।

বাতাস থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেয়।

গাছপালা শব্দ তরঙ্গের গতিপথ ব্যহত করে শব্দ দূষণ হ্রাস করে।

ঝরে পড়ে পাতা ও বীজ থেকে নতুন উদ্ভিজ জীবনের সৃষ্টি করে।

মাটির ক্ষয় রোধ করে।

গাছ আমাদের ছায়া দেয় এবং পৃথিবীকে শীতল রাখে।

গাছের শিকড় মাটি থেকে পানি শুষে নেয় এবং এভাবে পানি থেকে দূষিত পদার্থ দূর করে ফেলে। ফলে আমাদের পানির উৎস গুলোতে বিশুদ্ধ পানি থাকে যা থেকে সকল মাছ, পশু পাখি অ আমরা উপভোগ করি।

উরিব্বাস! মেহরাব তুমি ঘুড়ি যুদ্ধে জিতে গিয়েছ!
এঃ! আমার ঘুড়ি কেটে গেল!
আমার ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ছে, এখনই খুঁজে বের না করলে পরে আর পাওয়া যাবে না।
চল যাই! এই সুযোগে সুফি পাগলের ধ্যান করা গাছটাও দেখা হয়ে যাবে।
চল চল

একি! সুফি পাগলের গাছটা আর নেই!
সুফি পাগলের কি গাছ? কোন গাছই তো নেই।
কে জানি আসছে, চল লুকাই।
কার আওয়াজ পাচ্ছিলাম যেন এখান থেকে, কাউকে তো দেখছি না! মনে হচ্ছে কোন বন্য প্রানী হবে।
এই যায়গায় আমাদের বৃক্ষ নিধন অভিযানের কথা কেউ যেন টের না পায়
কেউ বুঝে ফেলার আগেই আমি জমুদ্দিন এই সকল গাছ কেটে বিক্রি করে ধনী হয়ে যাব! চল অন্যদিকে যাই, দেখি বৃক্ষ নিধন কেমন চলছে।
জমুদ্দিন আর কাঠুরেরা চলে যেতেই...
ওরা সব গাছ কেটে ফেলছে! আমাদের এখনই এই খবর সবাইকে দিতে হবে!

গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা এতই বেশি যে তা অসহনীয়, অসহ্যকর! শুধু গ্রীষ্মকালই নয়, বর্ষাকালের বৃষ্টিতেও আজকাল নেই প্রশান্তির লেশ, নেই বিন্দুমাত্র শীতলতার অনুভূতি। সপ্তাহজুড়ে কমবেশি বৃষ্টিপাত হলেও গরমের তীব্রতা যেন চরমে। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে গরম আরও জাপটে ধরে। এসবই গাছপালা কমে যাওয়ার একমাত্র ফলাফল। গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে একদিকে প্রকৃতিতে ক্রমেই বৃষ্টিপাত কমছে, অন্যদিকে উষ্ণতর হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠ, দেখা যাচ্ছে জলবায়ুর অসম পরিবর্তন, ঋতু আবর্তনে গড়মিল হচ্ছে, বাড়ছে সূর্যরশ্মির তীব্রতা, গ্রিন হাউসা ইফেক্ট বাড়ছে। এভাবেই পৃথিবীকে নানান আঙ্গিক থেকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গাছের উপকারিতার প্রতিদান হিসেবে মনুষ্যকুল গাছপালাকেই কেটে ফেলছে, গাছের বংশবিস্তারে সাহায্য করছে না। মানুষ কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই গাছকে উচ্ছেদ করে চলেছে। মানছে না গাছের স্থায়িত্বকাল। এভাবে গাছের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ বিলুপ্ত হতে থাকলে, পৃথিবী মরুকরণের দিকে ধাবিত হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

একটি দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় ২৫ শতাংশ গাছপালা থাকা আবশ্যক। কোনো দেশই নেই, যেটা কিনা গাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ গাছপালা। সবখানে চলছে গাছের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ। এটি কোনোভাবেই পৃথিবীর পরিবেশকে অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট নয়। প্রতিদিন যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করা হচ্ছে, তা বহন করা এই অল্পসংখ্যক গাছপালার জন্য দুর্বিষহময়, কষ্টকর। অন্যদিকে জীবের চাহিদা অনুপাতে অক্সিজেন সরবরাহ করা যেন আরেকটি দুর্বিষহময়, কষ্টকর প্রক্রিয়া। নানাবিধ কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃতি ক্রমেই উষ্ণতর হচ্ছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া বেড়ে চলেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, মরুকরণ শুরু হয়েছে, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে, যা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। কার্বন ডাইঅক্সাইডের তীব্রতা হ্রাসে, কিংবা আনুপাতিক হার বজায় রাখতে বেশি বেশি গাছপালা লাগানো ছাড়া তেমন কোনো জোরালো উপায় চোখে পড়ছে না। প্রাকৃতিক অসুবিধাগুলো প্রাকৃতিকভাবে সমাধান করতে না পারলে সে সমাধান দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পরিবেশ রক্ষার্থে গাছের বিকল্প অন্যকিছু ভাবার কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতির বাতাস মানুষকে শান্ত করতে পারছে না বরং ক্লান্ত করে তুলছে। কোথাও দাঁড়িয়ে পথিক বিশ্রাম নেবে, তার কোনো সুযোগ নেই।

বর্তমান পৃথিবী যেভাবে বদলে যাচ্ছে, এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে প্রাণিকুলের বিপন্নতা কেউ রুখতে পারবে না। পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টেকানোর লড়াই করা দুরূহ হয়ে যাবে। তাই সময় বিবেচনায় গাছপালার আধিক্যতার ব্যাপারে মনোযোগ বাড়াতে হবে। গাছপালা নিধনের বিপক্ষে কাজ করতে হবে। কেন বৃক্ষ নিধন, এ বোধোদয় জাগ্রত করতে হবে।

সবাই প্রস্তুত হও! জমুদ্দিন আইন ভঙ্গ করেছে! ওকে পাকড়াও করতে হবে!

জমুদ্দিন কে ঠেকাতে আমার একটা বুদ্ধি আছে, আমি জানি ওকে কিভাবে থামানো যাবে।

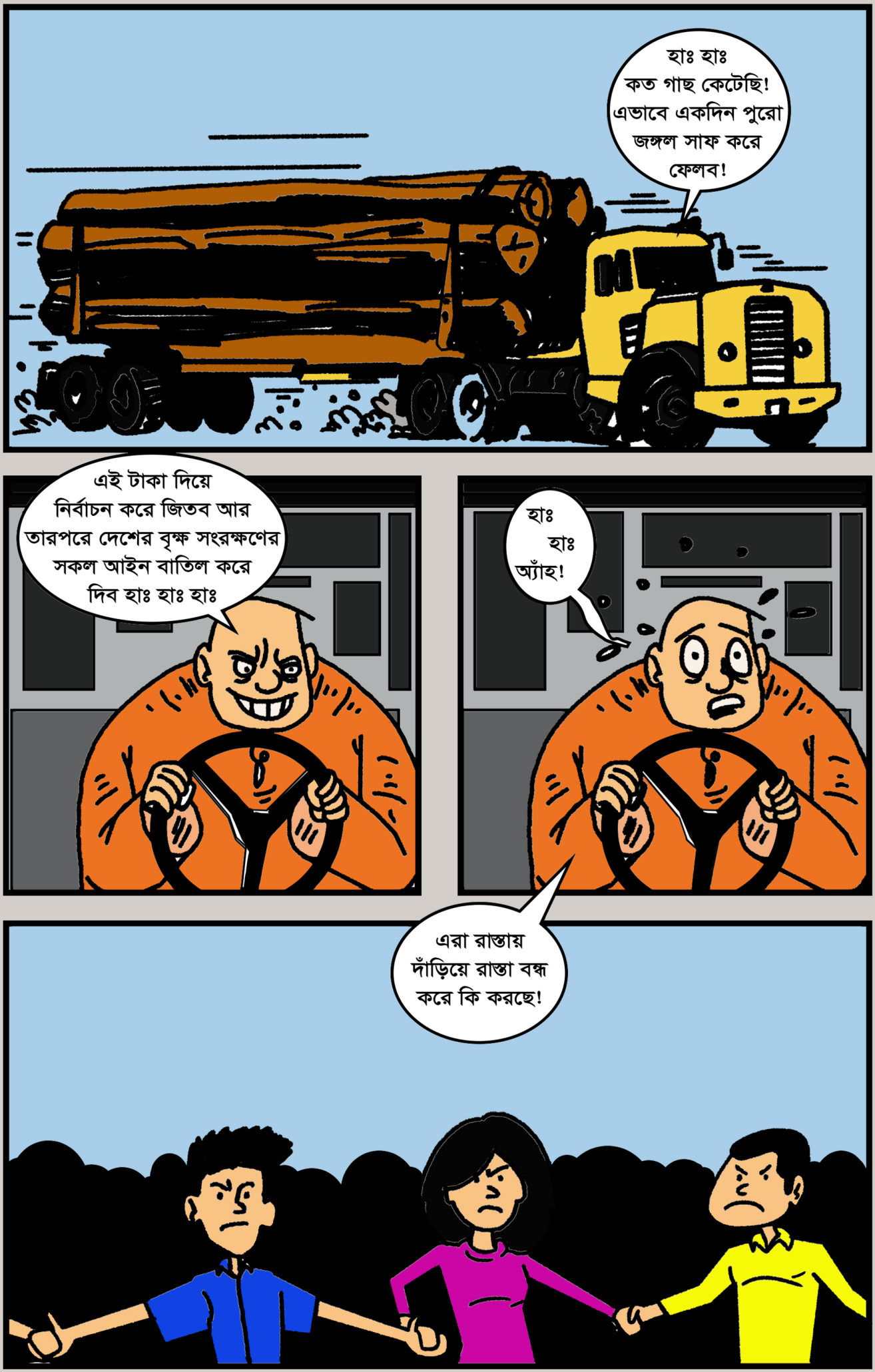
হাঃ হাঃ
কত গাছ কেটেছি!
এভাবে একদিন পুরো
জঙ্গল সাফ করে
ফেলব!
এই টাকা দিয়ে
নির্বাচন করে জিতব আর
তারপরে দেশের বৃক্ষ সংরক্ষণের
সকল আইন বাতিল করে
দিব হাঃ হাঃ হাঃ
হাঃ
হাঃ
অ্যাঁহ!
এরা রাস্তায়
দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ
করে কি করছে!

একি!
তোমরা রাস্তা বন্ধ
করে কি করছ!
জমুদ্দিন আপনি
অবৈধ ভাবে কোন
পরিকল্পনা না নিয়ে গাছ কেটে
পরিবেশ আর আমাদের ভবিষ্যৎ
ধ্বংস করেছেন! আপনাকে আমরা
মাফ করতে পারি না!
স্লিক!!
জমুদ্দিনকে
আইনও মাফ
করবে না!
বাংলাদেশের আইন
অনুযায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল
থেকে অনুমতি না নিয়ে গাছ
কাঁটা যায় না! জমুদ্দিন আপনাকে
গ্রেফতার করা হল।
অ্যাঁ!!!
হুররে!
শেষ